তারিখ ... পৃষ্ঠা ... কলাম ...
FEB. 1 4 2002

দৈনিক ইনকিলাব

মাদ্রাসা এলাকা দৃশ্যত রণক্ষেত্র ❑ ১৪৪ ধারা জারি

পটিয়া মাদ্রাসায় পরিকল্পিতভাবে অগ্নিসংযোগ

সংঘর্ষে ১ জন নিহত ❑ আহত অর্ধ শতাধিক

চট্টগ্রাম ব্যুরো ঃ পটিয়া মাদ্রাসার ছাত্রদের সাথে একদল উচ্ছৃংখল গ্রামবাসীর ভয়াবহ সংঘর্ষে অন্ততঃ একজন নিহত এবং মাদ্রাসা ছাত্রসহ অর্ধ শতাধিক গ্রামবাসী আহত হয়েছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে পুলিশ গতকাল (বুধবার) বিকেল থেকে পটিয়া মাদ্রাসা এলাকায় অনির্দিষ্টকালের জন্য ১৪৪ ধারা জারি করেছে। গতকাল বিকেল ৪টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত প্রায় ২ ঘন্টাব্যাপী স্থায়ী সংঘর্ষ থামাতে পুলিশ ব্যাপক রাবার বুলেট ও টিয়ার গ্যাস ছোঁড়ে। সংঘর্ষ

৭-এর পৃঃ ৭-এর কঃ দেখুন

পটিয়া মাদ্রাসায় পরিকল্পিতভাবে অগ্নিসংযোগ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

চলাকালে আল জামেয়াতুল ইসলামিয়া পটিয়া এলাকা দৃশ্যতঃ রণক্ষেত্রে রূপ নেয়। বিক্ষুব্ধ এবং উচ্ছৃংখল গ্রামবাসী সংঘর্ষের এক পর্যায়ে মাদ্রাসা ভবন, শিক্ষকদের আবাসিক এলাকা ও পার্শ্ববর্তী বসতবাড়ীতে পেট্রোল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেয়।

সন্ধ্যায় এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত এলাকায় চরম উত্তেজনা বিরাজ করছিল। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, মাদ্রাসার জমি দখলকে কেন্দ্র করে মাদ্রাসার ছাত্র ও স্থানীয় একদল গ্রামবাসীর মধ্যে এ সংঘর্ষ হয়। জানা যায়, মাদ্রাসার উত্তর পাশে রেলস্টেশন লাগোয়া ৩ গন্ডা জমি মাদ্রাসার নামে ক্রয় করা হয়। কিন্তু পূর্ব থেকে ঐ জমি অবৈধ দখলদারদের দখলে ছিল। গত ১১ জানুয়ারী ঐ জমিতে কাজ করতে গেলে দখলদাররা বাধা দেয়। একইভাবে গত মঙ্গলবারও মাদ্রাসার লোকজন জমিতে কাজ করতে গিয়ে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে ফিরে আসেন। এদিকে দখলদাররা গুজব ছড়িয়ে দিয়ে পটিয়া সদরে ব্যাপক মাইকিং করে। মাইকযোগে তারা গতকাল (বুধবার) পটিয়া রেল স্টেশন এলাকায় কথিত 'ওহাবী' বিরোধী সমাবেশের ডাক দেয়। শত শত এলাকাবাসী এ সমাবেশে যোগ দেয়। পুলিশ জানায়, সমাবেশ চলাকালে বিকেল ৪টায় সংঘর্ষ বেধে যায়। এ সময় ব্যাপক বোমা, গুলী ও ককটেলের শব্দে গোটা এলাকা কেঁপে উঠে। সংঘর্ষ চলাকালে ব্যাপক জ্বালাও-পোড়াও-এর ঘটনা ঘটে। মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ জানায়, লোকজন মাদ্রাসার লাগোয়া শিক্ষকদের ৬টি আবাসিক ভবন, ডাকবাংলোর পাশে মাদ্রাসার ১২টি কাঁচা বসতঘরে পেট্রোল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেয়। দমকল বাহিনী ঘটনাস্থলে ছুটে এলেও প্রতিরোধের মুখে তারা আগুন না নিভিয়ে ফিরে যায়।

সংঘর্ষ চলাকালে চট্টগ্রাম-কক্সবাজার সড়কে যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। গোটা এলাকায় দোকানপাট বন্ধ করে দিয়ে লোকজন প্রাণ ভয়ে বাড়ীতে আশ্রয় নেয়। খবর পেয়ে বিপুলসংখ্যক পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে যায়। সংঘর্ষ থামাতে পুলিশ ব্যাপক রাবার বুলেট ও টিয়ারগ্যাস ছোঁড়ে। সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত সংঘর্ষ চলে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে পুলিশ ঐ এলাকায় অনির্দিষ্টকালের জন্য ১৪৪ ধারা জারি করেছে। পুলিশ জানায়, শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত সংঘর্ষে ২ জন পুলিশসহ অন্তত ৫০ জন আহত হয়েছে। আহতদের মধ্যে একজন হাসপাতালে মারা গেছে। নিহতের নাম ফরিদ (২৫)। আহতদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। মাদ্রাসা সূত্র জানায়, এলাকার কিছু উশৃংখল লোক মাদ্রাসার বিরুদ্ধে গুজব ছড়িয়ে একদল গ্রামবাসীর মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টির অপচেষ্টা চালিয়েছে। দুষ্কৃতিকারীরা কয়েকজন মাদ্রাসার ছাত্রকে অপহরণ করেছে। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে মাদ্রাসার সাড়ে ৫ হাজার ছাত্র-শিক্ষক কার্যত মাদ্রাসায় অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছে। তবে সন্ধ্যা পর্যন্ত ঘটনার ব্যাপারে স্থানীয় গ্রামবাসীর কোন বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

হামলা সম্পর্কে পটিয়া মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষের বক্তব্য

গতকাল আল-জামেয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, গত ১২ ফেব্রুয়ারী রাত সাড়ে আটটায় জামেয়া ইসলামিয়া পটিয়ায় স্থানীয় ও বহিরাগত সন্ত্রাসীদের এক বড় গ্রুপ সশস্ত্র হামলা চালায়। সন্ত্রাসীরা প্রথমে প্রতিবাদ সভার নামে পটিয়া রেল স্টেশন চত্বরে গণমানুষের জমায়েত করে। তাদের দুরভিসন্ধি বুঝতে পেরে সাধারণ জনগণ দূরে সরে যায় এবং সন্ত্রাসীরা তাদের পূর্ব পরিকল্পনানুযায়ী অস্ত্রশস্ত্র, রাইফেল, কাটাবন্দুক, কুড়াল, ছোরা, হাতুড়ি ইত্যাদি আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে মাদ্রাসার উপর চড়াও হয়। মাদ্রাসার বাউন্ডারী, ঘর, দোকানপাট লুট করে ও আগুন ধরিয়ে দেয় এবং ভেঙ্গে ফেলে। মাদ্রাসার ৪ তলা ৫ তলাবিশিষ্ট ৪টি ভারাটিয়া বাসায়ও তারা লুটতরাজ চালায় এবং পেট্রোল দিয়ে আগুন ধরিয়ে দেয়। রাত সাড়ে আটটা থেকে শুরু করে একটানা মাদ্রাসাকে অবরুদ্ধ করে রাখে এবং ছাত্রদের লক্ষ্য করে ফাঁকা গুলী ছুঁড়তে থাকে। মাদ্রাসার ভিতরে প্রবেশ করতে না পারা প্রায় ২৫ জন ছাত্রকে তারা অপহরণ করে নিয়ে যায়। তাদের ফাঁকা গুলীতে অনেক ছাত্র আহত হয়। আরো কয়েকজনকে সামনে পেয়ে ছুরিকাঘাত করে।

মূলত মাদ্রাসার ক্রয় করা মালিকানাধীন জমি থেকে মাদ্রাসাকে বেদখল করার জন্য পূর্বপরিকল্পনানুযায়ী এ হামলা চালানো হয়েছে।

পটিয়া মাদ্রাসা নিয়ে কিছু ঘটলে সারা দেশের ধর্মপ্রাণ মানুষ গর্জে উঠবে

ইসলামী ঐক্যজোটের চেয়ারম্যান ও ইসলামী আইন বাস্তবায়ন কমিটির আমীর মুফতী ফজলুল হক আমিনী এমপি বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী দ্বীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চট্টগ্রামের আল জামিয়াতুল ইসলামিয়া পটিয়ার উপর বহিরাগতদের হামলা এবং প্রশাসনের নীরব ভূমিকায় গভীর উদ্বেগ ও ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, মাদ্রাসা, মসজিদ, ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়ার কারণেই আওয়ামী লীগের ভরাডুবি হয়েছে। গতকাল এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, জানতে পেরেছি, স্থানীয় সন্ত্রাসী এবং মাস্তানরা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে পটিয়া মাদ্রাসায় হামলা চালিয়ে দরজা, জানালার ব্যাপক ভাঙচুর করেছে। ছাত্র-শিক্ষকদের আহত করেছে। অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে মাদ্রাসা অবরোধ করে রেখেছে। ভিতরে অবস্থানকারী হাজার হাজার ছাত্র-শিক্ষক চরম আতঙ্ক ও নিরাপত্তাহীনতায় দিন কাটাচ্ছেন। প্রদত্ত বিবৃতিতে মুফতী আমিনী আরও বলেন, পটিয়া মাদ্রাসা নিয়ে কিছু ঘটলে সারাদেশের মানুষ চুপ করে বসে থাকবে না। তারা একসাথে গর্জে উঠবে।

বাংলাদেশ ইসলামী ঐক্যজোটের মহাসচিব নেজামে ইসলাম পার্টির নির্বাহী সভাপতি মুফতি ইজহারুল ইসলাম চৌধুরী এক বিবৃতিতে বলেন, ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আল জামিয়াতুল ইসলামিয়া পটিয়া দেশের শীর্ষস্থানীয় একটি ইসলামী বিদ্যানিকেতন। এটি দেশের তৌহিদী জনতার প্রাণপ্রিয় একটি প্রতিষ্ঠান। এ প্রতিষ্ঠানটির উপর হামলাকারী এক বিশেষ মহল দেশব্যাপী অস্থিতিশীলতা সৃষ্টির চেষ্টা করছে।